জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

স্মারক নংঃ এনএইচআরসিবি/ প্রেস বিজ্ঞঃ ২৩৯/১৩- ০৫ তারিখঃ ০৭ এপ্রিল ২০১৮

প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপিত

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৮ উপলক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক ০৭ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ ব্র্যাক ইন সেন্টারে আলোচনা সভা, বিশেষ শিশুদের সম্মাননা প্রদান এবং তাদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী বলেন, “অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষেরা আমাদের সমাজেরই অংশ। তাদের ভিন্নতার সাথে আমাদের মানিয়ে নিতে হবে। তাদের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার বিষয়ে সরকার অত্যন্ত সংবেদনশীল। আমাদের দেশে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইন রয়েছে কিন্তু আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়নি।”

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক মিয়া সেপ্পো বলেন, “জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অটিজমসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধিতাকে প্রতিবন্ধি অধিকার সুরক্ষা সম্পর্কিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করেছে যা অত্যন্ত সময়োপযোগী পদক্ষেপ। আমি আশা করব সরকার খুব শীঘ্রই এই কর্মপরিকল্পনা প্রয়োগের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।”

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক বলেন, “অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষেরা প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশে নিউরোডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধি সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ করা হয়েছে কিন্তু এর সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছেনা। আইনটি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আইনের ব্যপক প্রচার করা দরকার। প্রতিটি জেলা সমন্বয় সভাতে অটিজম বিষয়টি আলোচনা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে কমিশন থেকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে চিঠি পাঠানো হবে” । তিনি আরও বলেন, “মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা ওয়াজেদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অটিজম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষের জন্য সরকার যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে তা তারা সঠিকভাবে পাচ্ছে কিনা এবং যেসব সরকারি কর্মচারীরা এসব সুবিধা নিশ্চিত করার দায়িত্বে আছেন তারা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে মনিটর করতে হবে”। বিশেষ শিশুদের প্রতিভা বিকশিত করার ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে আলোচকের বক্তব্যে সূচনা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী কমিটির সদস্য ডাঃ মাযহারুল মান্নান বলেন, “অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের অধিকার ও সম্মান প্রতিষ্ঠায় সরকারের যথেষ্ট উদ্যোগ রয়েছে। কিন্তু এসব উদ্যোগ সফল হবে তখনই যখন এসব শিশুর অধিকার আদায়ে তাদের বাবা-মা তাদেরকে মূলধারায় আনবেন এবং তাদের প্রতি সমাজে যে অবহেলা করা হয় তার প্রতিবাদ জানাবেন।”

আলোচকের বক্তব্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক গাজী মোঃ নুরুল কবির বলেন, “সকল ধরণের প্রতিবন্ধিতাকে অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক তৈরিকৃত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। অটিজম সম্পর্কিত স্কুলগুলোতে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা পাঠানো হবে এবং যেসব বিশেষ শিশু এখনো উপবৃত্তি পায়নি তাদেরকে উপবৃত্তি দেওয়া হবে।”

অনুষ্ঠানে “নারী ও শিশুসহ সকল প্রতিবন্ধি মানুষের ক্ষমতায়ন ও মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ” শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ডাঃ গোলাম রব্বানি, চেয়ারপারসন, নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটি প্রটেকশন ট্রাস্টি বোর্ড, সমাজসেবা মন্ত্রনালয়। আলোচক হিসাবে আরও উপস্থিত ছিলেন কর্নেল মোঃ শহীদুল আলম, নির্বাহী পরিচালক ও অধ্যক্ষ, প্রয়াস; রওনক হাফিজ, চেয়ারপারসন, অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন; অধ্যাপক ডাঃ আব্দুস সালাম, বারডেম এবং সৈয়দা মুনিরা ইসলাম, ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর, আরটিভি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ শিশুদের সম্মাননা প্রদান করা হয় এবং তাদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়।

ধন্যবাদান্তে

ফারহানা সাঈদ
জনসংযোগ কর্মকর্তা
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
মোবাইলঃ ০১৭৯০-৫৩৬৯৩৬